



22888 - ফতিরার পরমাণ এবং নগদ অর্থে ফতিরা দলি ক আদায় হব?

প্রশ্ন

ফতিরার পরমাণ কতটুকু? ঈদরে নামাযরে পরে ফতিরা পরশিোধ করা ক জায়যে হব? এবং ফতিরা নগদ অর্থে দয়ো ক জায়যে হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের উপর এক সা' খজুর ও এক সা' যব ফতিরা দয়ো ফরয করছেন। তিনি নির্দশে দয়িছেন যনে মানুষ নামাযে (অর্থাৎ ঈদরে নামাযে) যাওয়ার আগে সটো পরশিোধ করা হয়। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় ফতিরা দতিম এক সা' খাদ্য কথিবা এক সা' খজুর কথিবা এক সা' যব কথিবা এক সা' পনির কথিবা এক সা' কসিমসি...। একদল আলমে এ হাদসি উল্লেখতি 'খাদ্য' ক গম বলে ব্যাখ্যা করছেন। অন্য আলমেগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, কোন অঞ্চলরে মানুষ যসেব জনিসিকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গণ্য করে; সটো গম হোক, ভুট্টা হোক কথিবা অন্য কছু হোক। এটাই সঠিকি অভিমতি। কেননা ফতিরা হচ্ছে স্বেচ্ছলদরে পক্ষ থেকে অস্বেচ্ছলদরে প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ। স্থানীয় অঞ্চলরে খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য দয়ি সান্ত্বনা পশে করা কোন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নয়। ওয়াজবি হচ্ছে উল্লেখতি সবগুলো শ্রণীর এক সা' খাদ্য। এক সা' হল দুই হাতভরা চার অঞ্জলি। ওজনরে হিসাবে প্রায় ৩ কলিগোগ্রাম। তাই যদি কোন মুসলমি এক সা' চাল কথিবা তার অঞ্চলরে অন্য খাদ্যদ্রব্যরে এক সা' পরমাণ পরশিোধ করে তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

ফতিরা পরশিোধরে সূচনা সময় হল ২৮ রমযানরে রাত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ ঈদরে একদিন বা দুইদিন আগে ফতিরা আদায় করতনে। মাস কখনও ২৯ দিন হয়, আবার কখনও ৩০ দিন হয়।

ফতিরা আদায় করার সর্বশেষে সময় হল ঈদরে নামায। তাই ফতিরা আদায়ে নামাযরে পর পর্যন্ত দরী করা জায়যে নয়। যহেতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি এটা (ফতিরা) নামাযরে আগে আদায় করবে সটো মকবুল ফতিরা। আর যে ব্যক্তি নামাযরে পর আদায় করবে এটি সাধারণ একটি সদকা।” [সুনানে আবু দাউদ]



জমহুর (অধিকাংশ) মাযহাবরে আলমেদরে মতে, অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা জায়যে হবে না। দলিলের বিবেচনায় এ অভিমতটি অধিক শুদ্ধ। বরং খাদ্য দিয়ে আদায় করা ওয়াজবি। যত্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ এবং উম্মতের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ আদায় করছেন। আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা তিনি যেন, আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে দ্বীনজিঞানে প্রজ্ঞা অর্জন করার ও এর উপরে অটল-অবচল থাকার তাওফিক দেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।